ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অন্ন-গ্রহণ, আঁখরিয়া বিজয় দাসের অঙ্গে হস্ত প্রদানপূর্বক নিজ-বৈভব-প্রদর্শন, অপ্রাকৃত-মৎস্য-কূর্মাদি-অবতার-লীলা ভাব-প্রদর্শন, গোপীভাবে 'গোপী গোপী' উচ্চারণ-কালে জনৈক পড়ুয়ার সমালোচনা; পড়ুয়াকে যষ্টি-প্রহারোদ্যোগ, হেঁয়ালিচ্ছলে নিজগণ-সমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছা-জ্ঞাপন, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু-সহ নিভৃতে পরামর্শ, মুকুন্দ ও গদাধর-সমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছা-জ্ঞাপন, ভক্তগণের দুঃখ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর নিকট অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শুক্লাম্বর উহা মহাপ্রভুর ছলনা মাত্র জ্ঞান পূর্বক প্রভু-সমীপে অনেক কাকুতি করেন; কিন্তু প্রভুর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা-দর্শনে শুক্লাবর ভক্তগণ-সমীপে বিধান জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা শুক্লাম্বরের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আলগোছে রন্ধন করিয়া দিবার জন্য যুক্তিপ্রদান করেন। শুক্লাম্বর স্নান সমাধান করেন এবং জল উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে তণ্ডুল ও থোড় প্রভৃতি অসংস্পৃষ্ট ভাবে প্রদানপূর্বক শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে থাকেন। তখন লক্ষ্মীদেবী ভক্ত-অন্নে কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিলেন। প্রভু আপ্তগণ-সঙ্গে শুক্লাম্বর-গৃহে আগমন-পূর্বক নিজহস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন; তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিতে করিতে অন্নের স্বাদুতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বরের প্রতি কৃপা দর্শনে ভক্তগণ প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রভুর ভোজন সমাপ্ত হইলে সকলে প্রসাদ-পাত্র তুলিয়া লইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কিয়ৎক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া তথায়ই শয়ন করিলেন। ভক্তগণও প্রভুর অনুসরণ করিলেন। সকলে শয়ন করিয়া থাকিলে মহাপ্রভু আঁখরিয়া বিজয় দাসের গাত্রে হস্ত প্রদান করিলেন। বিজয়, মহাপ্রভুর বিচিত্র অদ্ভুত ঐশ্বর্য দর্শন করিয়া চিৎকার করিতে উদ্যত হইলে প্রভু তাঁহাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নিষেধ করেন। বিজয় হুঙ্কার পূর্বক মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ গূঢ় মর্ম বুঝিতে পারিলেন। প্রভু ভক্তগণের নিকট উহা গঙ্গা অথবা বিষ্ণুর প্রভাব বলিয়া জানাইলেন। বিজয় সাত দিন পর্যন্ত জড়প্রায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু নবদ্বীপে লীলাকালে ভাবছলে মৎস্য-কূর্মাদি-অবতারগণের অপ্রাকৃত নিত্যরূপ প্রকাশ করিতেন, আবার তাহা সঙ্গোপন করিতেন। কিন্তু প্রভুর বলরাম-ভাব অনেকদিন ধরিয়া ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর বলরাম-ভাবে মহামত্ত হইয়া বারুণী প্রার্থনা করিলে অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর-হৃদয় বুঝিয়া তাঁহার সম্মুখে ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল ধরিতেন। প্রভুর হুঙ্কার-গর্জন শুনিয়া ত্রিভুবন কম্পিত হইত—তাণ্ডবনৃত্যে পৃথিবী টলমল করিত। ভক্তগণ ভয়ে বলদেব-স্তুতি গান করিলে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইতেন।

একদিন মহাপ্রভু গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া 'গোপী' 'গোপী' উচ্চারণ করিলে জনৈক পড়ুয়া তাঁহার হৃদ্‌গত ভাব না বুঝিয়া তাদৃশ আচরণের নিন্দা করিলে প্রভু যষ্টি হস্তে তাহাকে প্রহারার্থ উদ্যত হইলেন। পড়ুয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়া নিজ সঙ্গিগণের নিকট প্রভুর বিষয় বর্ণন করিলে তাহারা অক্ষজ-জ্ঞানে প্রভুকে নির্যাতন করিতে ইচ্ছা করিয়া মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া বসিল। প্রভু তাহা অন্তর্যামি-সূত্রে জানিতে পারিয়া সকল পার্ষদগণ-সমীপে হেঁয়ালি-চ্ছলে নিজ-সন্ন্যাস-গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু ব্যতীত অপর কেহ তাহা বুঝিলেন না। তিনি প্রভুর সুন্দর কেশের অন্তর্ধান ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া নিজ সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ বর্ণন করিলেন। তিনি জগদুদ্ধারার্থ অবতরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার দর্শনে লোকের উদ্ধার না হইয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া বসিল। তিনি সন্ন্যাস করিয়া তাহাদের গৃহে ভিখারী হইলে তাহারা সন্ন্যাসি-দর্শনে চরণস্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে, তাহা হইলেই তাহাদের অপরাধ দূর হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে ভক্তিলাভ হইবে। শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যের দ্বিরুক্তি না করিয়া ভক্তগণ-সমীপে উক্ত অভিপ্রায় বর্ণন করিতে বলিলেন এবং প্রভু-বিরহে শচীমাতার দুঃখ-চিন্তা করিয়া নিত্যানন্দ নিষ্পন্দ হইলেন।

শ্রীগৌরহরি মুকুন্দের গৃহে গমন করিয়া 'কৃষ্ণমঙ্গল' গান করিতে আদেশ করিলে মুকুন্দ কীর্তন আরম্ভ করিলেন, প্রভুও বিহ্বলভাবে কীর্তন শ্রবণ-পূর্বক ভাবসম্বরণ করিয়া মুকুন্দের নিকট নিজ অভিপ্রায় বলিলেন। মুকুন্দ তাহা শুনিবা-মাত্র দুঃখিত-চিত্তে প্রভুকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর গদাধর-গৃহে গমনপূর্বক নিজ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে তাহা শুনিয়া যেন গদাধরের বজ্রপাত হইল। তিনি অভিমানের সহিত কত কথা বলিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস-গ্রহণ-নিবারণের চেষ্টা করিলেন। প্রভু অন্যান্য ভক্তগণের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সকলেই প্রভুর শ্রীশিখার অন্তর্ধান-চিন্তায় দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব।। ধ্রু।।

প্রভুর শুক্লাম্বরের অন্ন-ভোজনে ইচ্ছা ও তৎস্থানে অন্ন-যাচ্ঞা—

একদিন শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-স্থানে।
কৃপায় তাহানে অন্ন মাগিলা আপনে।।১।।
"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ, বলিলাঙ দঢ়।।"২।।

শুক্লাম্বরের দৈন্য ও প্রভুর প্রার্থনাকে 'রহস্য' বলিয়া জ্ঞান—

এইমত মহাপ্রভু বলে বার বার।
শুনি' শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার।।৩।।
"ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম সনাতন, মুঞি সে পতিত।।৪।।
মোরে কোথা দিবে প্রভু, চরণের ছায়া।
কীটতুল্য নহোঁ মোরে এত বড় মায়া।।"৫।।

প্রভুর পুনঃ-প্রার্থনায় শুক্লাম্বরের ভক্তগণ-সমীপে যুক্তি-গ্রহণ—

প্রভু বলে,—"মায়া হেন না বাসিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বাসে মোর তোমার রন্ধনে।।৬।।
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্বথায়।।"৭।।
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই' মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্ত-স্থানে।।৮।।

ভক্তগণের যুক্তি-প্রদান ও শুক্লাম্বরের ভাগ্য প্রশংসা—

সবে বলিলেন,—"তুমি কেনে কর' ভয়।
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয়।।৯।।
বিশেষে যে জন তানে সর্বভাবে ভজে।
সর্বকাল তা'ন অন্ন আপনেই খোঁজে।।১০।।
আপনে শূদ্রার পুত্র বিদূরের স্থানে।
অন্ন মাগি' খাইলেন ভক্তির কারণে।।১১।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

তথ্য। বিদুর-গৃহে ভগবানের অন্ন-ভিক্ষা----মহাভারত উদ্যোগ-পর্ব ৯০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।১১।।

ভক্তস্থানে মাগি' খায়, প্রভুর স্বভাব।
দেহ' গিয়া তুমি বড় করি' অনুরাগ।।১২।।
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস' মনে।
আলগোছে তুমি গিয়া করহ রন্ধনে।।১৩।।
বড় ভাগ্য তোমার, এমত কৃপা যা'রে।''
শুনি দ্বিজ হরিষে আইলা নিজ-ঘরে।।১৪।।

শুক্লাম্বরের কীর্তন করিতে করিতে রন্ধন এবং লক্ষ্মীদেবীর তাহাতে দৃষ্টিপাত—

স্নান করি' শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে।।১৫।।
তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভ-থোড়।
আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈলা করযোড়।।১৬।।
''জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।''
বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী।।১৭।।
সেই ক্ষণে ভক্ত-অন্নে রমা জগন্মাতা।
দৃষ্টিপাত করিলেন মহা-পতিব্রতা।।১৮।।

প্রভুর শুক্লাম্বর-গৃহে আগমন ও অন্ন-ভোজন করিতে করিতে স্বাদুতার প্রশংসা—

ততক্ষণে সর্বামৃত হইল সে অন্ন।
স্নান করি' প্রভু আসি হৈলা উপসন্ন।।১৯।।
সঙ্গে নিত্যানন্দ-আদি আপ্ত কত জন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন।।২০।।
আপনে লইলা অন্ন তান ইচ্ছা পালি'।
শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতূহলী।।২১।।
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে।
বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে।।২২।।
হাসি' বসিলেন প্রভু আনন্দে ভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভৃত্য-গণে।।২৩।।
ব্রহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর।
শুক্লাম্বর-অন্ন খায়—এ বড় দুষ্কর।।২৪।।
হেন প্রভু বলে—''জন্ম যাবৎ আমার।
এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর।।২৫।।
কি গর্ভ-থোড়ের স্বাদু না পরি কহিতে।
আলগোছে এমত বা রান্ধিল কোন্‌মতে।।২৬।।
তুমি হেন জন সে আমার বন্ধু-কুল।
তোমা' সব লাগি' সে আমার আদি মূল।।''২৭।।

শুক্লাম্বরের প্রতি প্রভু-কৃপা দর্শনে ভক্তগণের প্রেমাশ্রু বর্ষণ—

শুক্লাম্বর-প্রতি দেখি' কৃপার বৈভব।
কাঁদিতে লাগিলা অন্যোঽন্যে ভক্ত সব।।২৮।।
এই মত প্রভু পুনঃ পুনঃ আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া।।২৯।।

ভক্তিহীন কোটীশ্বরও চৈতন্য-কৃপায় বঞ্চিত; ভগবান ভক্তিবশ—

যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর।।৩০।।

আলগোছে (ফা-অল্‌গ্ সে (স-ছ) শব্দজ)----অংস্পৃষ্টভাবে, না ছুঁইয়া, তফাৎ হইতে।।১৩।।

তিতা----['সিক্ত' হইতে অথবা সং, 'তিপ' (ক্ষরণ) ধাতু হইতে] সিক্ত, আর্দ্র, ভিজা।।২০।।

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞ ভোজন করিয়া থাকেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নানা স্থান হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। বাহ্য দর্শনে সেই তণ্ডুলে স্পর্শ-দোষাদি বিজড়িত ছিল। ভিক্ষাদ্বারা অনেক সময় অক্ষত তণ্ডুল সংগৃহীত হয় না বলিয়া গৃহস্থগণ ভিক্ষুকের স্পৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করেন না। অক্ষত তণ্ডুল স্পর্শদোষদৃষ্ট তণ্ডুল অপেক্ষা পবিত্র বটে কিন্তু ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল তদপেক্ষা আরও পবিত্র; যে হেতু উহা ভগবৎকৃপা-লব্ধ দান মাত্র। আপাতদর্শনে তাহাতে স্পর্শ-দোষাদির বা মর্যাদা-পথের লঙ্ঘন দৃষ্টহয় বটে; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্তিত বিচারে মহাপ্রসাদে হৃদয়ের পবিত্রতাই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়।।২৪।।

শত লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর হইলেই যে ভগবান্‌কে ভোজন করান যাইতে পারে, এরূপ নহে। নির্ধন শুক্লাম্বর ভিক্ষা-বৃত্তির সঞ্চিত তণ্ডুলের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ভক্তিহীন পাপি-সম্প্রদায় এসকল কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না।।৩০।।

ধন জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
'ভক্তিরসে বশ প্রভু' সর্বশাস্ত্রে গাই।।৩১।।
বসিলেন প্রভু প্রেমে ভোজন করিয়া।
তাম্বুল খায়েন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।।৩২।।

ব্রহ্মাদির বন্দ্য-প্রভুর প্রসাদ-পাত্র ভক্তগণের শিরে ধারণ—

পাত্র লই' ভৃত্যগণ ভুলিলা আনন্দে।
ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত যে পাত্র শিরে বন্দে।।৩৩।।
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে।
এমত কৌতুক করে প্রভু বিশ্বম্ভরে।।৩৪।।

প্রভুর কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গ ও শুক্লাম্বর-গৃহে বিশ্রাম—

কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ কহিয়া কতক্ষণ।
সেইখানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন।।৩৫।।

বিজয়ের অঙ্গে প্রভুর হস্তস্পর্শ ও বিজয়ের বৈভব-দর্শন—

ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন।
তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে এক জন।।৩৬।।
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয়-দাস।
সে মহাপুরুষে কিছু দেখিলা প্রকাশ।।৩৭।।
নবদ্বীপে তাঁ'র মত নাহি আঁখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া।।৩৮।।
'আঁখরিয়া-বিজয়' করিয়া সবে ঘোষে।
মর্ম নাহি জানে লোক ভক্তি-হীন দোষে।।৩৯।।
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত।
বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব সমস্ত।।৪০।।
হেম-স্তম্ভ-প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।
পরিপূর্ণ দেখে অতি রত্ন-আভরণ।৪১।।
শ্রীরত্ন-মুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে।
না জানি কি কোটি সূর্য-চন্দ্র-মণি জ্বলে।।৪২।।
আব্রহ্ম পর্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ময়।
হস্ত দেখি' পরানন্দ হইলা বিজয়।।৪৩।।

বিজয়ের চীৎকারোপক্রম ও প্রভুর নিষেধ—

বিজয় উদ্‌যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে।
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাঁহার মুখেতে।।৪৪।।
প্রভু বলে,—''যত দিন মুঞি থাকোঁ এথা।
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা।।''৪৫।।

বিজয়ের হুঙ্কার ও মূর্ছা—

এত বলি' হাসে' প্রভু বিজয় চা'হিয়া।
বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া।।৪৬।।
বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ।
ধরেন বিজয় তবু না যায় ধরণ।।৪৭।।
কতক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয়।
শেষে হৈলা পরানন্দ মূর্ছিত তন্ময়।।৪৮।।

বিজয়ের অবস্থা-দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন—

ভক্ত সব বুঝিলেন—বৈভব-দর্শন।
সর্ব-গণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।৪৯।।

প্রভুর ভক্তগণ-স্থানে বিজয়ের বিষয়-বিবৃতি ও বিজয়ের গাত্রস্পর্শ-দ্বারা চেতনতা-বিধান—

সবারে জিজ্ঞাসে প্রভু,—''কি বল ইহার?
আচম্বিতে বিজয়ের বড় ত' হুঙ্কার।।''৫০।।
প্রভু বলে,—''জানিলাঙ গঙ্গার প্রভাব।
বিজয়ের বিশেষে গঙ্গায় অনুরাগ।।৫১।।
নহে শুক্লাম্বর-গৃহে দেব-অধিষ্ঠান।
কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ।।''৫২।।
এত বলি' বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত।
চেতন করিল, হাসে বৈষ্ণব-সমস্ত।।৫৩।।

বিজয়ের সপ্তাহকাল জড়প্রায় ভাব—

উঠিয়াও বিজয় হইলা জড়-প্রায়।
সপ্ত দিন ভ্রমিলেন সর্ব নদীয়ায়।।৫৪।।

পাত্র---শ্রীমহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্র।।৩৩।।

আঁখরিয়া---লিপিকার; 'আক্ষরিক' শব্দজ। যখন এতদ্দেশে মুদ্রা-যন্ত্র ছিল না, তখন গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করিয়া এক শ্রেণীর ব্যক্তি জীবিকা অর্জন নির্বাহ করিতেন। লোকে তাঁহা দিগকে 'আঁখরিয়া' বলিত।।৩৮।। মুদ্রিকা---অঙ্কিত অঙ্গুরী, মণি-প্রবালাদি-খচিত অঙ্গুরী।।৪২।।

না আহার, না নিদ্রা, রহিত দেহ-ধর্ম্ম।
ভ্রমেণ বিজয়, কেহ নাহি জানে মর্ম্ম।।৫৫।।
কত দিনে বাহ্য-চেষ্টা জানিলা বিজয়।
শুক্লাম্বর-গৃহে হেন সব রঙ্গ হয়।।৫৬।।

শুক্লাম্বরের ভাগ্য-প্রশংসা ও উপাখ্যানের ফলশ্রুতি—

শুক্লাম্বর-ভাগ্য বলিবারে শক্তি কা'র।
গৌরচন্দ্র অন্ন-পরিগ্রহ কৈলা যা'র।।৫৭।।
এই মত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর ঘরে।
গোষ্ঠীর সহিত গৌরসুন্দর বিহরে।।৫৮।।
বিজয়েরে কৃপা,—শুক্লাম্বরান্ন-ভোজন।
ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে ভক্তিধন।।৫৯।।
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব-বেদ-বন্দ্য লীলা করে নিরন্তর।।৬০।।
এই মত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে।
প্রতিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে।।৬১।।

মহাপ্রভু নিজ-অবতারাদির ভাব-প্রকাশ ও দীর্ঘকাল-স্থায়ী বলরাম-ভাব—

নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল।
'ভাব-ধর্ম' যত, তাহা প্রকাশে' সকল।।৬২।।
মৎস্য, কূর্ম, নরসিংহ, বরাহ, বামন।
রঘু-সিংহ, বৌদ্ধ, কল্কি, শ্রীনন্দ-নন্দন।।৬৩।।
এই মত যত অবতার সে-সকল।
সব রূপ হয় প্রভু করি' ভাব-ছল।।৬৪।।
এই সকল ভাব হই' লুকায় তখনে।
সবে না ঘুচিল রাম-ভাব চিরদিনে।।৬৫।।

প্রভুর রামভাবে মদ্য যাচ্ঞা এবং নিত্যানন্দের গঙ্গাবারি-প্রদান—

মহা-মত্ত হৈলা প্রভু হলধর-ভাবে
'মদ আন' 'মদ আন' 'ডাকে উচ্চরবে'।।৬৬।।
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত।
ঘট ভরি' গঙ্গাজল দেন সাবহিত।।৬৭।।

প্রভুর হুঙ্কার-তাণ্ডবে পৃথিবীর কম্প এবং ভক্তগণের সভয়ে বলরাম-গীত-গান—

হেন সে হুঙ্কার করে, হেন সে গর্জন।
নবদ্বীপ-আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন।।৬৮।।
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড।।৬৯।।
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড-সহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য-সব সে নৃত্য দেখিতে।।৭০।।
বলরাম-বর্ণনা গায়েন সবে গীত।
শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্ছিত।।৭১।।

প্রভুর আবিষ্ট ভাবে ভ্রমণ ও নিত্যানন্দকে আহ্বান—

আর্যা-তর্জা পড়েন পরম-মত্ত-প্রায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব-অঙ্গনে বেড়ায়।।৭২।।
কি সৌন্দর্য প্রকাশ হৈল রাম-ভাবে।
দেখিতে দেখিতে কারো আর্তি নাহি ভাগে।।৭৩।।
অতি অনির্বচনীয় দেখি' মুখচন্দ্র।
ঘন ঘন ডাকে 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ'।।৭৪।।
কদাচিৎ কখনও প্রভুর বাহ্য হয়।
'প্রাণ যায় মোর' সবে এই কথা কয়।।৭৫।।

প্রভুর প্রদ্যুম্নভাবে উক্তি—

প্রভু বলে—"বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।
মারিলেন দেখি হেন জ্যেঠা বলরাম।।"৭৬।।
এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্ছা যায়।
দেখি' ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চ-রা'য়।।৭৭।।
যে ক্রীড়া করেন প্রভু, সেই মহাদ্ভুত।
নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ-সুত।।৭৮।।

তথ্য। গীতগোবিন্দে—"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে। পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে ম্লেচ্ছান্ মূর্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।"৬৪।।

অবতার-সমূহের দশ প্রকার ভাব মধ্যে মধ্যে প্রদর্শন করিয়া সকলগুলিই মহাপ্রভু সঙ্গোপন করিতেন; তন্মধ্যে 'হলধর-ভাব'টিকেই অনেক সময় প্রদর্শন করিতেন।।৬৫।।

প্রভুর গোপীভাবে বিপ্রলম্ভ-চেষ্টা-প্রদর্শন—

কখনো বা বিরহ প্রকাশ হেন হয়।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেম-সিন্ধু যেন বয়।।৭৯।।
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন।
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত-ভুবন।।৮০।।
আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল।
আপনা' পাসরি' যেন করয়ে সকল।।৮১।।
পূর্বে যে গোপী-সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে।।৮২।।
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার।।৮৩।।
ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা।
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা।।৮৪।।
এই মত প্রভুর অপূর্ব প্রেম-ভক্তি।
মনুষ্য কি তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি।।৮৫।।
নানা রূপে নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে।
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে।।৮৬।।

প্রভুর 'গোপী'-নামোচ্চারণে পড়ুয়ার দুর্বুদ্ধিবশে প্রভুকে উপদেশ দান চেষ্টা ও প্রভুর পড়ুয়া-নির্যাতনোদ্যোগ—

এক দিন গোপী-ভাবে জগত-ঈশ্বর।
'বৃন্দাবন', 'গোপী গোপী' বলে নিরন্তর।।৮৭।।
কোন যোগে তহিঁ এক পড়ুয়া আইল।
ভাব-মর্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল।।৮৮।।
''গোপী গোপী' কেন বল নিমাঞি পণ্ডিত।
'গোপী গোপী' ছাড়ি' 'কৃষ্ণ' বলহ ত্বরিত।।৮৯।।
কি পুণ্য জন্মিবে, 'গোপী গোপী' নাম লৈলে।
'কৃষ্ণনাম' লইলে সে পুণ্য, বেদে বলে।।''৯০।।
ভিন্নভাব প্রভুর সে, অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বলে,—''দস্যু কৃষ্ণ, কোন্ জনে ভজে।।৯১।।
কৃতঘ্ন হইয়া 'বালি' মারে দোষ বিনে।
স্ত্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক-কাণে।।৯২।।
সর্বস্ব লইয়া 'বলি' পাঠায় পাতালে।
কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে।।''৯৩।।
এত বলি' মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া।।৯৪।।
আথেব্যথে পড়ুয়া উঠিয়া দিল রড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু, বলে 'ধর ধর'।।৯৫।।
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়।
সত্বরে সংশয় মানি' পড়ুয়া পলায়।।৯৬।।
ভিন্ন-ভাবে যায় প্রভু, না জানে পড়ুয়া।
প্রাণ লইয়া মহা-ত্রাসে যায় পলাইয়া।।৯৭।।

ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভুকে নিবারণ—

আথেব্যথে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ।
আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ।।৯৮।।
সবে মেলি' স্থির করাইলেন প্রভুরে।
মহাভয়ে পড়ুয়া পলাঞা গেল দূরে।।৯৯।।

শ্রীগৌরসুন্দরের উচ্চৈঃস্বরে ''মদ্য আনয়ন কর'' প্রভৃতি সম্যক্ চেষ্টাসমূহ নিত্যানন্দপ্রভু অবগত হইয়া ঘটপূর্ণ গঙ্গা-জল আনয়ন করিতেন। গঙ্গোদক অমৃত-সদৃশ ও ভক্তি-ভাবের উদ্দীপক।।৬৭।।

মহাপ্রভু কখনও প্রদ্যুম্নের ভাবে বলরামকে 'জ্যেষ্ঠ তাত' বলিয়া সম্বোধন পূর্বক তাঁহাকে 'শাসন-কর্তা' এবং কৃষ্ণকে পিতৃজ্ঞানে 'রক্ষাকর্তা' বলিতেন।।৭৬।।

ব্রজবাসিনী গোপীগণের ভাবে বিভোর হইয়া মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ-চেষ্টা দেখাইতেন।।৭৯।।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বদন-শশধরের অপ্রাপ্তি হেতু বিরহ কাতরা গোপীগণ যখন কৃষ্ণ-বদনচন্দ্রের সদৃশ গগনের চন্দ্রোদয় দেখিতেন, তখন তাঁহাদের যেরূপ কৃষ্ণ-বিগ্রহ-জনিত মৃত্যুপ্রভৃতি দশবিধ-দশা উৎপন্ন হইত, তদ্রূপ অপ্রাকৃত-ভাবশাবল্য-সমূহ গৌরসুন্দরে দৃষ্ট হইত।।৮২।।

শ্রীগৌর-সুন্দর আপনাকে বৃন্দাবনবাসিনী গোপতনয়া জ্ঞানে বার্ষভানবীকে উদ্দেশ করিয়া সম্বোধন করিতেছেন শুনিয়া কোন পাঠার্থী ব্রাহ্মণবটু গৌর-ভগবানের হৃদ্‌গত মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিল কৃষ্ণ-নামই সংসার হইতে উদ্ধার-

পড়ুয়ার পলায়ন ও নিজ-সঙ্গীদিগের নিকট সম্যক্ বর্ণন—

সত্বরে চলিলা যথা পড়ুয়ার গণ।
সর্ব-অঙ্গে ঘর্ম, শ্বাস বহে ঘনে ঘন।।১০০।।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে' সবে ভয়ের কারণ।
"কি জিজ্ঞাস আজি ভাগ্যে রহিল জীবন।।১০১।।
সবে বলে 'বড় সাধু নিমাঞি পণ্ডিত'।
দেখিতে গেলাঙ আমি তাহার বাড়ী'ত।।১০২।।
দেখিলাঙ বসিয়া জপেন এই নাম।
অহর্নিশি 'গোপী গোপী' না বলয়ে আন।।১০৩।।
তাহে আমি বলিলাঙ—'কি কর' পণ্ডিত।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল—যেন শাস্ত্রের বিহিত।।"১০৪।।
এই বাক্য শুনি' মহা-ক্রোধে অগ্নি হৈয়া।
ঠেঙ্গা হাতে আমারে আইল খেদাড়িয়া।।১০৫।।
কৃষ্ণেরেও হইল যতেক গালা-গালি।
তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি।।১০৬।।
রক্ষা পাইলাঙ আজি পরমায়ু-গুণে।
কহিলাঙ এই আজিকার বিবরণে।।"১০৭।।

মূর্খ পড়ুয়াগণের অক্ষজ-বিচারে চৈতন্য-নিন্দা—

শুনিয়া হাসয়ে সব মহা-মূর্খ গণে।
বলিতে লাগিলা যার যেন লয় মনে।।১০৮।।
কেহ বলে,—"ভাল ত 'বৈষ্ণব' বলে লোকে।
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহা কোপে।।"১০৯।।
কেহ বলে,—"'বৈষ্ণব' বা বলিব কেমনে।
'কৃষ্ণ'-হেন নাম যদি না বলে বদনে।।"১১০।।
কেহ বলে,—"শুনিলাঙ অদ্ভুত আখ্যান।
বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র 'গোপী গোপী'-নাম।।"১১১।।
কেহ বলে,—"এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি।।১১২।।
তেঁহো সে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি।
তেঁহো মারিবেন আমরা কেনই বা সহি।১১৩।।
রাজা ত নহেন তেঁহো মারিবেন কেনে।
আমরাও সমবায় হও সর্বজনে।।১১৪।।
যদি তেঁহো মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকলে তবে না সহিব আর।।১১৫।।
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথ-মিশ্র-পুত।
আমরাও নহি অল্প-মানুষের সুত।।১১৬।।
হের সবে পড়িলাঙ কালি তার সনে।
আজি তিঁহো 'গোসাঞি' বা হইল কেমনে!!"১১৭।।
এই মত যুক্তি করিলেন পাপিগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচী-নন্দন।।১১৮।।

লাভের তারক-মন্ত্র, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেন 'গোপী নাম' উচ্চারণ পূর্বক বিপথগামী হইতেছ? বালক পড়ুয়া জানিত না যে, কৃষ্ণের আশ্রয়বিগ্রহ গোপীর আনুগত্য-রহিত হইয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ ঐ নির্বোধ পড়ুয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "আহুশ্চ তে নলিননাভ" শ্লোকের আলোচনা না করায় প্রায়শ্চিত্তার্হ স্মার্ত ব্যবস্থাপকের ন্যায় যে বিচার-মুখে গৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ বলাইবার যত্ন করিয়াছিল, তাহাতে গৌরসুন্দরের রসবিপর্যয় ঘটায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী যেরূপ রামচন্দ্রপুরী নামক বিপথগামী শিষ্যকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাপ্রভু উক্ত পড়ুয়ার-প্রতি ব্যবহার দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে কৃষ্ণ 'দস্যু', অভিলাষিণী সূর্পণখার কর্ণ-নাসিকা ছেদনকারী, বালীর হন্তা ও সর্বস্বগ্রহণ-পূর্বক বলিকে পাতাল প্রেরক----সেই কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমার কি লাভ ঘটিবে?—এরূপ প্রণয়-কলহসূচক বাক্যাদি প্রয়োগ করিতে করিতে মহাপ্রভু পড়ুয়াকে তাড়ন করিয়াছিলেন।।৮৯-৯৪।।

শ্রীমন্ গৌরসুন্দরের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উদ্যত লগুড়াঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতীব ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উক্ত পড়ুয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।।৯৫-৯৬।।

ত্রস্ত পড়ুয়া তাহার ন্যায় অল্পবুদ্ধি পণ্ডিতাভিমানী জনগণের নিকট আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আচরণ বলিলেন। তাহাতে তাঁহার সহাধ্যায়িগণের কেহ কেহ বলিলেন,----"বিশ্বম্ভর যখন আমাদের সহিত একত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তখন তিনি 'মুক্ত পুরুষ মহাভাগবত' হইবেন কিরূপে? তিনি জগন্নাথের পুত্র-মাত্র; আমরাও পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ন্যায় ব্যক্তিগণের সন্তান!

একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া।।১১৯।।

মহাপ্রভুর হেঁয়ালী-চ্ছলে সন্ন্যাস গ্রহণ-বার্তা প্রকাশ—

এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহ না বুঝিল অর্থ, সবে চমকিত।।১২০।।
"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।।"১২১।।
বলি' অট্ট অট্ট হাসে' সর্ব-লোক-নাথ।
কারণ না বুঝি' ভয় জন্মিল সবা'ত।।১২২।।

প্রভুবাক্য-শ্রবণে নিত্যানন্দের বিষাদ—

নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—'প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর।।১২৩।।
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায়।
হইব সন্ন্যাসী-রূপ প্রভু সর্বথায়।।১২৪।।
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্ধান।'
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ।।১২৫।।

প্রভুর নিত্যানন্দ-সহ নিভৃতে কথোপকথন—

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হস্তে ধরি'।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।১২৬।।
প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহাশয়!
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয়।।১২৭।।
ভাল সে আইলাঙ আমি জগত তারিতে।
তারণ নহিল, আমি আইলুঁ সংহারিতে।।১২৮।।
আমা' দেখি' কোথা পাইবেক বন্ধনাশ।
এক গুণ বন্ধ ছিল—হৈল কোটি-পাশ।।১২৯।।

তিনি ত' কিছু রাজা নহেন----যে দণ্ডবিধানকর্তা! তিনি দণ্ড দিতে আসিলে আমরাও দণ্ড দিব। আমারাও তাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্রাহ্মণকে মারিতে আসিলে আমরাই বা কেন সহ্য করিব? যদি তাঁহাকে কেহ 'বৈষ্ণব' বলিয়া ব্রাহ্মণাপেক্ষা উচ্চাসন দেন, তবে বৈষ্ণবোচিত 'কৃষ্ণনামই' তাঁহার মুখে শোনা যাইত বা যাইবে। তাঁহার এই অদ্ভুত 'গোপী' নামোচ্চারণ শ্রবণে কেহ তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলিবে না।" বৈষ্ণবের ধর্ম----ব্রাহ্মণানুগত্য (!); সুতরাং ব্রাহ্মণলঙ্ঘনার্থ যখন তাঁহার ক্রোধোদ্রেক হয়, তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী বলিয়াই জানিবে। পাপচিত্ত জনগণ পাপভারপূর্ণ হইয়া যেরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হয়, তাহা যুগযুগান্তর ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি সেরূপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়।।১০৮-১১৭।।

আমি জগতের বাহ্যদর্শনে প্রপীড়িত জীবগণের জন্য অনুদঘাটিত সত্যপ্রচার করিবার বাসনা-মুখে চেষ্টা দেখাইলাম। কিন্তু তাহার ফল উহারা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং ভীষণতর অপরাধের বোঝা অধিক পরিমাণে নিজস্কন্ধে চাপাইয়া লইল। নদীয়াবাসী জীবগণের নিত্যমঙ্গলের কথা প্রচার করিতে গেলাম, তাহারা না বুঝিয়া আপাতদর্শনে বিমূঢ় হইয়া 'শুদ্ধভক্তি' প্রচারের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল্। বৈদ্যক-শাস্ত্রে কফপীড়িতধাতু ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য-লাভ করাইবার জন্য পিপ্পলিখণ্ড নামক ঔষধের ব্যবস্থাপ্রদান করা হয়। উক্ত ঔষধ-দ্বারা কফপীড়িত বা আর্ত জনগণের স্বাস্থ্যলাভ করা দূরে থাকুক, তাহাতে কফব্যাধি বৃদ্ধি পাইল। সাংসারিক ভোগি-সম্প্রদায় ভোগাবিবর্ধনের জন্যই কল্পিত ভগবানের উপাসনা করে; ভগবানের প্রীতির জন্য তাহারা কোন অনুষ্ঠান না করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-সাধনেই ব্যস্ত হয়। স্বীয় ভোগকেই তাহারা প্রয়োজন জ্ঞান করে,----সুদুর্লভ কৃষ্ণ-'প্রেম-সেবা'র কোন সন্ধানই পায় না।।১২১।।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন,----"আমি নবদ্বীপবাসিগণের মঙ্গলবিধানের জন্য হরির ও হরিজনের কীর্তন আরম্ভ করিলাম। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল----তাহারা উত্তরোত্তর অধিকতর অপরাধে নিমগ্ন হইল। শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্ভক্তিকে বিপরীত ব্যাপার জানিয়া তাহারা আত্মবিনাশ করিল,----জড়জগতের বন্ধন-রজ্জুকে আরও দৃঢ়তর করিল! ভগবদ্‌বিদ্বেষ-ফলে ও ভগবদ্‌ভক্তের সেবা-বোধের অভাব হেতুই তাহাদের এরূপ দুর্গতি ঘটিল। শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায়মত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার অনুষ্ঠান-নিপুণ ভক্তগণ যে কালে শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারে ব্যস্ত হইলেন, তখন কাল্‌নাবাসী জনৈক উদ্ধত কর্মীর যোগে তথাকথিত প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় কত না দৌরাত্ম্য করিয়াছিল! তথাকথিত বিষ্ণু ভক্তি-প্রচারক সাময়িক পত্রাদিতেও নানা তীব্রকটুবাক্যের আশ্রয়ে শুদ্ধভক্তির বিরোধ-কল্পে কতই না যত্ন করিয়াছিল! দুরাচার-ব্যাভিচারাদি,

আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি' গেল অশেষ বন্ধনে।।১৩০।।
ভাল লোক তারিতে করিলুঁ অবতার।
আপনে করিলু সব জীবের সংহার।।১৩১।।
দেখ কালি শিখা-সূত্র সব মুড়াইয়া।
ভিক্ষা করি' বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া।।১৩২।।
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে।।১৩৩।।
তবে মোরে দেখি' সে-ই ধরিবে চরণ।
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন।।১৩৪।।
সন্ন্যাসীরে সর্ব লোক করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার।।১৩৫।।
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে-ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ—দেখোঁ কে বা মোরে মারে।।১৩৬।।
তোমারে কহিলুঁ এই আপন হৃদয়।
গারিহস্ত-বাস মুঞি ছাড়িব নিশ্চয়।।১৩৭।।

কৃষ্ণও তদ্ভক্ত-বিদ্বেষরূপ অভক্তি এবং যোষিৎসঙ্গাদিকেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির আদর্শ জানিয়া কত প্রকারই না তাহারা আত্মসংহারার্থ কল্মষকূপে নিমগ্ন হইয়াছিল! কেহ বা বর্ণাশ্রমধর্মপালনের ছলনায় দৈববর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত, কেহ বা ভক্তির ধারা বুঝিতে না পারিয়া ভোগপ্রবৃত্তিকে সংরক্ষণ-পূর্বক গুম্ফরক্ষার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নির্বোধ প্রাকৃতসহজিয়াগণ ভগবদ্ভক্তের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারে না। সুতরাং গৌরসুন্দরের অলৌকিক চেষ্টা ও মুদ্রা কিরূপে বুঝিবে? পরমপবিত্র গৌরলীলার চরম উদ্দেশ্য—কৃষ্ণপ্রেমদানকেও তাহারা নীতিবিরোধী জনগণের চিত্তবিকৃতি বলিয়া নব্যসাহিত্য উদ্ভাবন করিতে ক্রুটী করে নাই। যুগে যুগে "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা" বাক্যের যথার্থ দৃষ্ট হয়। তথাপি ধর্মের গ্লানি-নিরাকরণ-কল্পে ভগবান্ তদীয় জনগণ চিরদিনই যত্ন করিয়া থাকেন। অনুদঘাটিত রহস্য গ্রহণ করিবার যোগ্যতা পাপচিত্ত-জনগণের পক্ষে সম্ভব নহে।।১২৯।।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ—এই ত্রিবিধ আশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য-সাধনে পরস্পর বিরোধ-ধর্ম পোষণ করে। সম্যগ্‌রূপে সকল ত্যাগ করার নাম—সন্ন্যাস। কর্মফল ত্যাগ করিলে 'কর্মসন্ন্যাস', যাবতীয় জাগতিক জ্ঞান পরিহার করিলে জ্ঞানসন্ন্যাস এবং যাবতীয় বস্তুর সেবা-গ্রহণ প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবোন্মুখ হইলেই ভক্তিপথে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম কর্মসন্ন্যাসীর প্রাপ্য, মোক্ষ—জ্ঞানসন্ন্যাসীর এবং কৃষ্ণপ্রেমা ভক্তসন্ন্যাসীর প্রাপ্য। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কাহারও কিছু ব্যাঘাত হয় না; যেহেতু সন্ন্যাসীর প্রার্থনীয় কোন বস্তু অপরের লোভনীয় নহে। সন্ন্যাসীকে কেহ আক্রমণ করে না। সন্ন্যাসীকে 'ভিক্ষুক' জানিয়া সকলে দয়ার পাত্র জ্ঞান করে।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ যে সময়ে ব্রজমণ্ডলে বহুব্যক্তির বিরাগের পাত্র হইয়াছিলেন এবং বহু মাম্‌লা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি অনুরাগ-পথে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ব্রজবাসি-সকল তাঁহার প্রতি আক্রমণ পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণের বিরুদ্ধে অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্তিপথে সন্ন্যাসের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া আক্রমণ করিয়াছে। যাহারা আক্রমণ করে, তাহাদিগকে দোষ দিবার কিছুই নাই, পরন্তু তাহাদের মূর্খতা ও অর্বাচীনতাই উক্ত দোষের বিষয়।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালে কলিধর্ম অত্যন্ত প্রবল না হওয়ায় অনেকেই সন্ন্যাসীর প্রতি আক্রমণ করে নাই। কিন্তু চরিত্রহীন, নীতিবর্জিত, মৎসরস্বভাব জনগণ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের বিরুদ্ধে সর্বদাই দৌরাত্ম্য করিয়াছে; এমন কি, বিশুদ্ধ হরিভজন, হরিধাম, বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্মে অনুকূলভাবে জীবন যাপন সকল ব্যাপারেই তাহারা অতি মৎসরতা দেখাইয়া যতিদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। মাদক দ্রব্য-সেবন ধর্মের অঙ্গ নহে বলায় কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হন, দুশ্চরিত্রতা ধর্মাঙ্গ হইতে পারে না বলিলে ক্রুদ্ধ হন, জাল-জুয়াচুরি করিয়া অর্থোপার্জন অপেক্ষা কেবল সৎপথেও নিজের জন্য অর্থোপার্জন করা উচিত নয় বলিলে কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হন, কপটতা ধর্মের অঙ্গ নহে বলিলেও কাহারও অসন্তোষের কারণ হয়। জাগতিক উন্নতি-সাধন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় নহে, মৎসর হওয়া কর্তব্য নহে, নিরপেক্ষভাবে ধর্মের আলোচনা কর্তব্য—এই সকল কথায় মৎসরস্বভাব, 'ধার্মিক' নামে পরিচয়াকাঙ্ক্ষা জনগণের ঈর্ষা বৃদ্ধি হয়। তাহারাও ধার্মিক সজ্জায় ধার্মিকগণকে তাহাদের ন্যায় অধার্মিক মনে করিয়া বিবাদ করে এবং অপরকে

ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ' তুমি মোরে সন্ন্যাস-কারণে।।১৩৮।।
যেরূপ করাহ তুমি, সে-ই হইব আমি।
এতেকে বিধান দেহ' অবতার জানি'।।১৩৯।।
জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে।।১৪০।।
ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ।
তুমি ত' জানহ অবতারের কারণ।।''১৪১।।
শুনি' নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্ধান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ-প্রাণ।।১৪২।।
কোন্ বিধি দিব হেন না আইসে বদনে।
'অবশ্য করিবে প্রভু' জানিলেন মনে।।১৪৩।।
নিত্যানন্দ বলে,—''প্রভু, তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয়।।১৪৪।।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য, যে তোমার আছয়ে অন্তরে।।১৪৫।।
সর্ব-লোকপাল তুমি সর্ব-লোক-নাথ।
ভাল হয় যে মতে সে বিদিত তোমা'ত।।১৪৬।।
যেরূপে করিবা প্রভু জগত উদ্ধার।
তুমি সে জানয়ে তাহা কে জানয়ে আর।।১৪৭।।
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিবে, সে-ই হইবে নিশ্চিত।।১৪৮।।
তথাপিহ কহ সব সেবকের স্থানে।
কে বা কি বলয়ে তাহা শুনহ আপনে।।১৪৯।।
তবে যে তোমার ইচ্ছা করিবে তাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু, বিরোধিতে পারে।।''১৫০।।
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা।।১৫১।।
এই মত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি'।
চলিলেন বৈষ্ণব-সমাজে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।১৫২।।
'গৃহ ছাড়িবেন প্রভু' জানি' নিত্যানন্দ।
বাহ্য নাহি স্ফুরে, দেহ হইল নিস্পন্দ।।১৫৩।।
স্থির হই' নিত্যানন্দ মনে মনে গণে'।
''প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে।।১৫৪।।
কেমতে বঞ্চিব আই কাল—দিবা-রাতি।''
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি।।১৫৫।।
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ-রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায়।।১৫৬।।

প্রভুর মুকুন্দ-গৃহে গমন ও কীর্তনান্তে মুকুন্দ-সমীপে নিজাভিলাষ জ্ঞাপন—

মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম-আনন্দ।।১৫৭।।
প্রভু বলে,—''গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।''
মুকুন্দ গায়েন, প্রভু শুনিয়া বিহ্বল।।১৫৮।।

অবৈধভাবে কলহের জন্য উত্তেজিত করে। যাহারা আত্মসংযম করিতে পারে নাই, এরূপ ব্যক্তি ধার্মিক খ্যাতির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ভণ্ডামি করিবার জন্য উক্তসজ্জায় ভগবান্ তাঁহার ধাম, ভগবদ্ভক্তির যাবতীয় অনুষ্ঠানকে ধ্বংসের চেষ্টা করিয়া বহুদেবতা-বাদের ছলনায় নানা দুর্নীতিকে ধর্ম বলিয়া চালাইতে গিয়া বিরোধি ভাব-প্রচার-সমূহকেই 'ধর্মপ্রচার' প্রভৃতি বলিয়া থাকে। ত্রিদণ্ডিগণ উহাদের কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনাম-সেবা, বিষয়বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীধামসেবা এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণ পরিত্যাগ করিয়া কামদেব-সেবায় কৃষ্ণপ্রেমান্বেষী হন। ধর্মধ্বজিগণ ধর্ম-যাজনের নামে 'অর্থসংগ্রহ' সভা-সমিতিতে ধর্মের বক্তৃতার নামেগলাবাজি, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও পাঠাদির নামে জীবিকা-অর্জনাদি অনুষ্ঠানের ভোগা দিয়া সাধারণের সহানুভূতি লাভে যত্ন করে। এই সকল মৎসরস্বভাব জনগণ যেদিন প্রকৃতপ্রস্তাবে হরিবৈমুখ্যরূপ আত্মম্ভরিতা হইতে পৃথক্ হইতে পারিবে, সেইদিন তাহারা ভক্তিপথের যতিগণকে আদর করিতে শিখিবে এবং দেখিবে যে, তাহাদের ন্যায় নিজেন্দ্রিয় তৎপরতা ও সম্ভোগবুদ্ধি শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার কোনসভ্যই আবাহন করে না। তাঁহারা বিশুদ্ধভাবে চৈতন্যচন্দ্রের অনুগমন করিয়া থাকেন। জীবমাত্রেরই ভগবদ্ভক্তিলাভে মঙ্গল হইবে। তজ্জন্যই তাঁহাদের যাবতীয় বিষয়ের ভোগোন্মুখী প্রবৃত্তিকে সেবোন্মুখী প্রবৃত্তিতে পরিণত করাই স্বভাব। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকগণ অর্থসংগ্রহ বা জনসংগ্রহ দ্বারা উহা নিজের কার্যে লাগান না, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের সেবায়ই সমস্ত নিয়োগ করেন। বিষ্ণুভক্তিতে দীক্ষিত না হইলে এই সকল কথা বুঝা যায় না।।১৩৫।।

'বোল বোল' হুঙ্কার করয়ে দ্বিজ-মণি।
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের শুনি' দিব্য-ধ্বনি।।১৫৯।।
ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব সম্বরণ।
মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন।।১৬০।।
প্রভু বলে,—"মুকুন্দ, শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব আমি, না রহিব হেথা।।১৬১।।
গারিহস্ত আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত।
শিখা-সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে-তে ভিত।।"১৬২।।

প্রভুর সন্ন্যাস বার্তা-শ্রবণে মুকুন্দের দুঃখ—

শ্রীশিখার অন্তর্ধান শুনিয়া মুকুন্দ।
পড়িল বিরহে, সব ঘুচিল আনন্দ।।১৬৩।।
কাকুতি করিয়া বলে, মুকুন্দ মহাশয়।
"যদি প্রভু, এমত সে করিবা নিশ্চয়।।১৬৪।।
দিন-কথো এইরূপে করহ কীর্তনে।
তবে প্রভু, করিবা সে যে তোমার মনে।।"১৬৫।।

গদাধর-সমীপে প্রভুর গমন ও সন্ন্যাস বার্তা-কথন,
তদুত্তরে গদাধরের অভিমানোক্তি—

মুকুন্দের বাক্য শুনি' শ্রীগৌর-সুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর।।১৬৬।।
সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বলে,—"শুন কিছু আমার উত্তর।।১৬৭।।
না রহিব গদাধর, আমি গৃহ-বাসে।
যে-তে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে।।১৬৮।।
শিখা-সূত্র সর্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুড়াইয়া যে-তে দিকে চলি' যাব।।"১৬৯।।
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি' গদাধর।
বজ্রপাত যেন হৈল শিরের উপর।।১৭০।।
অন্তরে দুঃখিত হই' বলে গদাধর।
"যতেক অদ্ভুত প্রভু,তোমার উত্তর।।১৭১।।
শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই? ১৭২।।
মাথা মুড়াইলে প্রভু, কিবা কর্ম হয়।
তোমার সে মত, এ বেদের মত নয়।।১৭৩।।
অনাথিনী, মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে।।১৭৪।।
তুমি গেলে সর্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁ'র প্রাণ।।১৭৫।।
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরের প্রীত নয়।
গৃহস্থ সে সবার প্রীতের স্থলী হয়।।১৭৬।।
তথাপিও মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করি' চলি' যাও।।১৭৭।।

সন্ন্যাস-বার্তা শ্রবণে ভক্তগণের ক্রন্দন—

এই মত আপ্ত-বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
'শিখা-সূত্র ঘুচাইমু' বলিলা আপনে।।১৭৮।।
সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্ধান।
মূর্ছিতে পড়য়ে কারু নাহি দেহে জ্ঞান।।১৭৯।।

কর্মী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগের আশায় শিখা-সূত্র বর্জন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীশিখা-পরিত্যাগ মায়াবাদি-জ্ঞানিগণকে দেখাইবার জন্য ত্রিদণ্ডিগণ শিখা-সূত্র ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন, তজ্জন্য তাঁহারা শিখা সূত্র রাখিয়া মাধ্বগৌড়ীয় বিচারে 'ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস' গ্রহণ করেন। মাধ্বগৌড়ীয় বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শিখা-সূত্র রাখিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর শাখায় বল্লভাচার্য ত্রিদণ্ড গ্রহণকালে শিখা-সূত্র রাখিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীনিম্বাদিত্য সকলেরই শিখা-সূত্রযুক্ত সন্ন্যাস। কেবল মাধ্ব সম্প্রদায়ে তীর্থগণের মধ্যে শিখা-সূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা আজও প্রচলিত আছে। মাধ্বগৌড়ীয়-বিচারে ব্রজবাসী ষড় গোস্বামী শ্রীউপদেশামৃতের বিচারে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পারমহংস্য বিচারে কাষায় বস্ত্রও কেহ কেহ গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের পরমহংসাবস্থা জানিতে হইবে। তাই বলিয়া বিবিৎসা-সন্ন্যাসে ত্রিদণ্ডিগণ কাষায় বসন পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের গুরুবর্গ কাষায়-বস্ত্র-ধারণের অন্তর্গত নহেন। কাষায় বস্ত্র সংরক্ষণেও পরমহংসাচারের ব্যাঘাত ঘটে না। শিখাসূত্রসহ পরমহংসগণই শ্রীগৌরচন্দ্রের আশ্রিত পরমহংসপথের পথিক হইয়া শিখা-সূত্র বর্জন করেন না—-ইহাই 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' বলিয়া কথিত।।১৬২।।

রামকিরি-রাগ—

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা সঙরিয়া কান্দে সর্বভক্ত গণ।। ধ্রু।।১৮০।।
কেহ বলে,—"সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি দিব তা'-উপরে।।"১৮১।।
কেহ বলে,—"না দেখিয়া সে কেশ-বন্ধন।
কেমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন।।"১৮২।।
"সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।"
এত বলি' শিরে কর হানয়ে অপার।।১৮৩।।
কেহ বলে,—"সে সুন্দর কেশে আর বার।
আমলক দিয়া কি বা করিব সংস্কার।।"১৮৪।।
'হরি হরি' বলি কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে।।১৮৫।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান।।১৮৬।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর-বিজয়-প্রসাদ-বর্ণনং তথা বিদ্যার্থিশোধনরূপযতিধর্ম-গ্রহণেচ্ছা-বর্ণনং চ নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগদাধর বলিলেন---"গৃহস্থ হইলে কি বিষ্ণুভক্তি হয় না? ইহাই কি বেদের উদ্দেশ্য? সুতরাং হরিভক্তির আদর্শ দেখাইতে গিয়া কেবলাদ্বৈতীর ন্যায়ে শিখা-সূত্রত্যাগ করিলেই কি অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব হয়? গৃহস্থধর্মে থাকিয়া হরিভজন করিলে জননী সন্তুষ্ট হন। বন্ধুবান্ধব সকলেই আনন্দিত হন।" প্রতিকুল-সংসার অবশ্য ত্যাজ্য----ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপের ঈর্ষাপরায়ণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ বর্জন করিলেন। আর একটি উদ্দেশ্য এই যে অবৈধ গৃহস্থের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে প্রাকৃতসহজিয়া ধর্ম আজকাল ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, উহা হইতে উন্মুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের উদ্দেশ্য ছিল। সর্বক্ষণ সকল আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করাই প্রত্যেক মানবের কর্তব্য। অনুকূল সংসার মনে করিয়া ভক্তির প্রতিকূল স্মার্তধর্মের আনুগত্যে শ্রাদ্ধতর্পণাদি অদৈব বা সমাজের অনুকূলে ভগবদ্‌বিরোধী জনগণের সম্মানাদি দিতে গেলে ভগবদ্ভক্তের মর্যাদা অনভিজ্ঞের চক্ষে ক্ষুণ্ন হয়----এই সকল দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরসুন্দর বিধিমতে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করিয়াছিলেন।।১৭৩।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।